173 দৈনিক ইত্তেফাক

6

তারিখ 20 SEP 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৯৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্মী কায়দায় সন্ত্রাস সৃষ্টি শুরু হইয়াছে। গত তিন-চার দিনের গোলাগুলীর দক্ষযজ্ঞে আহত হইয়াছে প্রায় অর্ধ ডজন ছাত্র। ইহার মধ্যে দুই-তিনজনের অবস্থা গুরুতর। সীসার বুলেট দেহ বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লইয়া গিয়াছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই মারণখেলা সংঘটিত হইতেছে একই ছাত্রদলের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে। বহু পূর্ব হইতেই এই দুই গ্রুপে শত্রুতা ছিল। মাঝখানে কিছুদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থা বহাল থাকার পর শুরু হইয়াছে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ক্ষমতার লড়াই ঘটনার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এইটি ঠিক কি ঠিক নয় অথবা কাহার অবস্থান যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই মুহূর্তে উহা আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন, কেবল এই বিষয়টিই অবহিত করিতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সিন্ডিকেট এবং বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও প্রক্টরদের স্বতন্ত্র জরুরী সভায়ও বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। তাহারা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছেন। এক সময় এই ধরনের হস্তক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়-তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলিয়া গণ্য করা হইত। এখন যুগ এমনি পাল্টাইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বয়ং হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এই অবস্থা অসহায়ত্বেরই প্রমাণ।

বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র। শুধু পাঠ্যবই কণ্ঠস্থ করানো আর পরীক্ষা পাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মনুষ্যত্বের শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা। এই শিক্ষা অসুর শক্তির অনুশীলনকে প্রাধান্য দিতে পারে না। আর পারে না বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি অবাঞ্ছিত ও দুর্ভাগ্যজনক।

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রক্ষা করার জন্য শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি বা হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নয়। উপরি প্রলেপ ঘা সারায়, রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিয়া দেহ সম্পূর্ণ নিরোগ করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সমস্যার আশু ইতি টানিতে পারে। কিন্তু মূল উৎপাটন করিবে না। মূলোৎপাটনের জন্য রাজনীতিক, শিক্ষক, অভিভাবক সবার চিন্তা করা ও প্রতিকারে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের পিস্তল-রিভলবার ছাত্রদের হাতে কোথা হইতে আসে, কে অর্থকড়ি যোগান দেয় এবং কাহারা এইসব কাজের উস্কানিদাতা ও প্রশ্রয় দেয়, তাহাও খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। কারণ, আসল অপরাধী নেপথ্যের অন্তরালবর্তী ঐ সব মহল। সংকীর্ণ স্বার্থে উহারাই ছাত্রদের বিপথগামী করে। ফলে জাতি হয় তমসার পথে ধাবিত। ইহার অবসান ঘটানোর জন্য সকল মহলের আন্তরিক উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি ছাত্রদেরও শুভবুদ্ধি আমরা কামনা করি।